তাঁর মন তাঁর গদ্যরীতির মতোই নির্মেদ ও দ্রুতগামী

শিবনারায়ণ রায়

রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে বঙ্গদেশে নব্যমনীষার যে উদ্বোধন ঘটেছিল, সদ্য-প্রয়াত অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রোত্তর যুগে তার মুখ্য প্রতিভূ। বিশ শতকের প্রায় ত্রিপাদ কাল ধরে তিনি নিরলস সাধনায় শুধু বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেননি, দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্বে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুই বাংলার ঘনায়মান অন্ধকারে বিবেকী আলোকস্তম্ভ।

সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের প্রায় সূচনাকাল থেকেই তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভা এবং স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি বোদ্ধা পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'তাণ্য' (১৯২৮) নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছিল, 'চাই প্রাচুর্যান্বিত, বৈচিত্র্যান্বিত, সাহসান্বিত জীবন, যার অপর নাম যৌবন।' লিখেছিলেন, 'সৃষ্টির পুষ্পিত ঐশ্বর্যের জন্য চাই মজ্জাগত স্বাধীনতা রস, প্রতিভার স্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধীনতা।' এই মানবতন্ত্রী প্রত্যয়ের দীপশিখাকে তিনি আমৃত্য নিষ্কম্প ঐকান্তিকতায় প্রে াজ্জ্বল রেখেছিলেন, বহু ঝড় ঝঞ্ঝা আঘাতেও তাকে মলিন হতে দেননি।

তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করবার উপযোগী বিশিষ্ট গদ্যরীতি তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল পরম্পরাকে অবলম্বন করে অথবা সাধারণ্যে প্রচলিত ধ্যানধারণ ার সঙ্গে রফা করে না তিনি ভেবেছেন, না তিনি লিখেছেন তাঁর যে বিশিষ্ট রীতি তাতে বাক্যবিন্যাসে প্রতিটি উপবাক্য পরস্পরের পূরক হয়েও স্বতন্ত্র, জ্যামিতিক প্রতিসাম্যে সেই বাকবলি নির্মেদ, সুতনু ও দ্রুতগামী। এই রীতি আসলে এক বিশেষ ধরনের মনের রচনা, যে ধরনের মন এই রীতিতেই আপনাকে উন্মোচিত করতে পারে। যে ধরনের মন না থাকলে এ রীতি অর্জুনের গান্ডীবের মতোই অপরের অব্যবহার্য। ভাষার টানটান ধনুকে জ্যা রোপণ করে ভাবনার অব্যর্থ শরনিক্ষেপে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম এই মন বিদগ্ধ এবং সুবেদী, সুরসিক এবং বিশ্লেষণনিপুণ, বিবেকী এবং সহৃদয়, সাহসী এবং সতর্ক।

অন্নদাশঙ্করের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে উচ্ছ্বিত করে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ--- সর্বক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত। 'সত্যাসত্য'র সঙ্গে তুলনীয় এপিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। বাংলায় ছড়াকে তিনি নতুন জীবন দেন। এমনকী নাটক, কাব্যনাট্য, কিশোর উপন্যাস পর্যন্ত তিনি লিখেছেন।

কিন্তু যেখানে তাঁর কৃতি বস্তুত রবীন্দ্রোত্তর যুগে অপ্রতীম সেটি হল প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। এই একটি ক্ষেত্রে তাঁকে যথার্থই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বলা যায়। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, সমকালীন বিচিত্র সমস্যা এবং ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত --- এমন খুব কম বিষয়ই আছে, তাঁর প্রোজ্জ্বল মনীষা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি যেখানে আলোকসম্পাত করেনি। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী, রঁলা - বিশ শতকের বহু প্রধান ভাবুকের জীবনদর্শন তাঁর চিন্তাকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু তিনি নিজস্ব চিন্তার স্বাধীনতা কারও কাছেই বাঁধা দেননি। তাঁর নিজস্ব দর্শন ক্রমে বিকশিত হয়েছে এবং সেই দর্শনে কল্পনা এবং যুক্তি, প্রেম এবং বিবেকিতা, সাম্য এবং স্বাধীনতা, বিশ্ব-নাগরিকতা এবং দেশপ্রেম, বাউল সাধনা এবং বিজ্ঞানবুদ্ধি একটি সমগ্রতায় সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর চিত্তের উন্মুক্ততা তাঁর অক্লান্ত

অন্বেষণকে কোনও সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হতে দেয়নি।

যে উত্তরণহীন আর্তি বিশ শতকের বহু বিশিষ্ট ভাবুক-সাহিত্যিককে নিরাশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত করছিল, যার কিছুটা আভাস সমকালের বাংলা কথা সাহিত্যে দেখা যায়, অন্নদাশঙ্কর তার সংবাদ রাখতেন, কিন্তু তার দ্বারা আক্রান্ত হননি। রেনেসাঁস নিয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

রেনেসাঁসের উৎসে ছিল যে হিউম্যানিজম বা মানবতন্ত্রী প্রত্যয় তা অন্নদাশঙ্করের মনস্বিতারও উৎস। নিজের দেশকালের দোষত্রুটি সম্পর্কে তিনি শুধু পূর্ণ সচেতন ছিলেন না, তার উদঘাটনে তাঁর লেখনী ছিল অক্লান্ত। 'আমরা'-য় তিনি লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের আদিম ব্যাধি হচ্ছে অস্পৃশ্যতা।... তিন চার হাজার বছরের অপমান যাদের মনের পরতে পরতে জমেছে সেই অস্পৃশ্য ইতর ঘৃণিত জাতেরা যখন জাগবে তখন তারা কিষাণ মজদুর এই স্তোকবাক্যে ভুলবে না। যেমন মুসলমানেরা ভুলছে না স্বাজাত্যের স্তোকবাক্যে। পরাধীনতার জ্বালার চেয়ে শোষণের জ্বালার চেয়ে দাণ অপমানের জ্বালা।' না, নিজেকে তিনি কোনও স্তোক দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তবে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রেনাথের মতো তাঁরও আস্থা ছিল মানুষের শুভবুদ্ধির ওপরে। এই অধৃষ্য প্রত্যয়ের জোরেই তিনি দুই বাংলার প্রোজ্জ্বল বিবেক হিসেবে স্বীকৃতি পান।

অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বয়স অর্ধ শতাব্দীরও বেশি। সবক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার চিন্তার মিল ঘটেনি। কিন্তু আমরা জানতাম সত্য এবং বিবেকিতার সাধনায় আমরা পরস্পরের আত্মীয়। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমরা দু'জনেই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎমুখী স্রোতের বিদ্ধে।'

এদেশে সত্যসন্ধিৎসা এবং বিবেকিতার সাধনায় অন্নদাশঙ্করের মৃত্যু যে শূন্যতার সৃষ্টি করল তা কত দিনে, অথবা আদৌ, পূর্ণ হবে কি না জানি না। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সম্ভবত এই সর্বশেষ শিল্পী এবং ভাবুক দেশবাসীকে সারা জীবন প্রচুর দিয়েছেন। তণ প্রজন্ম কি তাঁর জীবন এবং রচনাবলী থেকে প্রেরণা লাভ করে নতুন ভাবে দেশ ও জ্যাতির উন্মেষে উদ্যোগী হবে?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com